দামুড়হুদায় কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ থানায় এজাহার দায়ের

দামুড়হুদা উপজেলার কুশাঘাটা গ্রামের নজরুল ইসলামের মেয়ে আব্দুল ওদুদ শাহ ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেনীর ১ম বর্ষের ছাত্রী যুথি খাতুনকে অপহরনের অভিযোগ। একই উপজেলার দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের উজিরপুর দীঘির পাড়া গ্রামের আব্দুল আজিজ এর বখাটে ছেলে বাবু আলী। কলেজে যাওয়ার পথে বিভিন্ন সময় উত্যক্ত সহ- প্রেম নিবেদন করে।

কলেজ ছাত্রী যুথি খাতুন তার প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় ক্ষিপ্ত হয়ে বাবু (২২) তাকে অপহরনের হুমকি দেয়। কলেজ ছাত্রীর বাবা নজরুল ইসলাম বিষয়টি বাবু আলীর পরিবারের কাছে বিচার দিলে আরো বেপরোয়া হয়ে যায় বাবু, পরবর্তিতে ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে বাড়ির পাশ থেকে অপহরন করে নিয়ে যায়।

এ ঘটনায় কলেজ ছাত্রীর বাবা বাদি হয়ে দামুড়হুদার মডেল থানায় বাবু আলীকে প্রধান আসামি সারজেত আলী সহ- ৪/৫ জনের নাম উল্লেখ করে আসামি করে একটি অপহরনের এজাহার দায়ের করেছে।

এজাহারে বলা হয়, ১৪ই ফেব্রুয়ারি আনুমানিক রাত ৯ টার দিকে প্রকৃতির ডাকে নিজ বাড়িতে রাস্তা সংলগ্ন পায়খানার নিকট পৌছাইলে পূর্বে থেকে ওৎ পেতে থাকা বাবু আলী তার ভাড়াটে বাহিনী নিয়ে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর পৃর্বক অপহারন করে ইজি বাইক গাড়ীতে উঠাইয়া নিয়ে যায়। এসময় আমার মেয়ের আত্নচিৎকার শুনিয়া আমি ঘটনাস্থলে পৌছানোর পূর্বেই বাবু আলী আমার মেয়েকে উক্ত ইজি বাইক যোগে দ্রুত চলিয়া যায়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদার মড়েল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, একটি অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্তপূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ফলোআপ:: গাংনীতে শিশু আবির হত্যা ঘটনায় মামলা

মেহেরপুরের গাংনীতে শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাতে নিহত আবির হোসেনের মা রোজিনা খাতুন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। মামলায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদের নাম উল্লেখ করে আরো কয়েকজন অজ্ঞাতনামা আসামী করা হয়েছে। মামলার এজাহার নামীয় দু’জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, শিশু আবির হোসেনকে অপহরনের পর হত্যার ঘটনায় দুজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে নিহতের মা। মামলা নং ২৩ তাং ২৭.০৬.২০২১ ইং। মামলার এজাহার নামীয় দুজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মেহেরপুর আদালতে নেয়া হবে সেখানে তারা ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেবেন। আসামীদের বয়স ১৪ ও ১৫ বছর হওয়ায় সম্ভবত তাদের সংশোধনাগারে রাখা হতে পারে। এদিকে নিহত শিশু আবিরের মরদেহ ময়না তদন্ত শেষে তার পিতার গ্রাম চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরিষাডাঙ্গা গ্রামে জানাজা শেষে দাফন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য : শনিবার বিকালে আবির হোসেনকে ডেকে নিয়ে যায় ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নুহুনবীর ছেলে হামিম ও মিরাজ উদ্দীনের ছেলে মুজাহিদ। সন্ধ্যায় আবিরের পিতা মালয়েশিয়া প্রবাসী আসাদুল হকের কাছে ১ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে তারা। মুক্তিপণ না দেওয়ায় আবির হোসেনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। পরে স্থানীয় লোকজন হামিম ও মুজাহিদকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। পরে গ্রেফতারকৃতরা পুলিশের কাছে হত্যার দায় স্বীকার করে লাশের সন্ধান দিলে রাত ১২ টায় মিনাপাড়া-মানিকদিয়া মাঠের একটি পাটক্ষেত থেকে মরদেহ উদ্ধার করে।

গাংনীতে অপহরণের ৩০ ঘন্টা পর উদ্ধার, আটক-৩

মেহেরপুরের গাংনীতে অপহরণের ৩০ ঘন্টা পর অপহৃত উজ্জল হোসেনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যে রাতে উপজেলার তেরাইল এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় অপহৃতের পিতা বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

উজ্জল হোসেন তেঁতুলবাড়িয়া পশ্চিমপাড়া মাফিজুর রহমানের ছেলে। অপহরণের সাথে জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গাংনী বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিনয়,বিকাশ ব্যবসায়ী থানাপাড়ার সাফায়েত ও মেহেরপুর সদর উপজেলার ষোলমারী গ্রামের খালেদকে আটক করেছে পুলিশ। এছাড়া উজ্জল হোসেনকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

উজ্জলের পিতা মাফিজুর রহমান জানান, বুধবার সন্ধ্যায় ৭ টায় বাড়ির পার্শে থেকে উজ্জলকে মটরসাইকেল যোগে তুলে নিয়ে যায়। সে বাড়িতে ফিরে না আসায় বিভিন্ন স্থানে সন্ধান করেও পাওয়া যায়নি। পরে রাত ৯ টার সময় ০১৭০৩-২৪৫১২৬ নং মোবাইল থেকে হাফিজ পরিচয় দিয়ে আমার প্রতিবেশি নাজিম উদ্দীনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে আমার সাথে কথা বলে। হাফিজ ভারতীয় ভুখন্ডে রয়েছে দাবি করে জানায় তার ছেলে উজ্জলকে অপহরণ করেছে তারা এবং অপহৃত উজ্জল তাদের কাছে জিম্মি রয়েছে। ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে তা না হলে হত্যার হুমকি দেন। পরে মুক্তিপণ হিসেবে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দিতে চাইলে বিকাশ নম্বর দেন। (বিকাশের শেষ তিন ৪২০ অক্ষর) পরে বিষয়টি পুলিশকে জানায়।

গাংনী থানার এস আই নুরুল ইসলাম নুর বলেন, বিকাশ নম্বর যাচাই বাছাই শেষে এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিকাশ ব্যবসায়ী থানাপাড়ার সাফায়েতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গাংনী বাজারের স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিনয় ও তার সহযোগি মেহেরপুর সদর উপজেলার ষোলমারী গ্রামের খালেদকে আটক করে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী জানান, ঘটনাটি মাদক

ব্যবসা সংক্রান্ত ঘটনা বলে প্রাথমিক অবস্থায় ধারনা করা হচ্ছে। তবে ঘটনাটি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব হচ্ছেনা।

স্থানীয় একটি সূত্রে জানান গেছে,উজ্জল হোসেনের সাথে এই চক্রটির মাদক কিংবা স্বর্ণের ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা লেনদেন রয়েছে। লেনদেনের টাকা পরিশোধ না করার কারনে তাকে তুলে নেয়া হয়েছে।

অপর একটি সূত্রে জানা গেছে,উজ্জল হোসেনের বাড়ি সীমান্তের কাছে হওয়ায় এই চক্রটির সাথে চুক্তিভিত্তিক মাদক বহন করেন সে। মাদক পাচারের সময় টহলরত বিজিবির সদস্যদের দেখতে পেয়ে ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় উজ্জল হোসেন। পরে বিজিবি ফেলে যাওয়া ফেন্সিডিল গুলো উদ্ধার করে। উজ্জল নিজ থেকে ফেন্সিডিল গুলো বিজিবি’র কাছে ধরিয়ে দিয়েছে মর্মে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরন চাইতেই তাকে মটরসাইকেল যোগে তুলে নেয়া হয়।

তেঁতুলবাড়িয়া বিজিবি ক্যাম্পের ইনচার্জ মহিউদ্দীন জানান, উজ্জলের মা বিজিবিকে জানিয়েছে কে বা কারা বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিছে। পরে শুনতে পেয়েছি উজ্জল অপহরন হওয়ার পর উদ্ধার হয়েছে। তিনি আরো জানান, সীমান্তে বিজিবি নিয়মিত টহল টিম রয়েছে। যারা বিভিন্ন সময়ে ফেন্সিডিল সহ মাদক উদ্ধার করে।

কুষ্টিয়ায় বড় বোনকে ধর্ষণ চেষ্টা: ছোট বোনকে অপহরণ

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘরবাড়ি ভাংচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পরে বাড়ির মহিলাকে বেধড়ক পিটিয়ে তার বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা ও ছোট মেয়েকে অপহরণ করার অভিযোগ উঠেছে। তবে কুমারখালী থানার ওসি মজিবুর রহমানের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিনজনকে আটক করা হয়।

সোমবার (১১মে) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে কুমারখালীর চাপড়া ইউনিয়নের

পাহাড়পুরে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ৩০ মার্চ পাহাড়পুরে ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে দু’গ্রুপের সংঘর্ষে মৃত চাঁদ আলীর ছেলে নেহেদ আলী (৬০) ও বকুল আলী (৫৫) নামে আপন দুই সহোদর খুন হন। সেই জোড়া খুনকে কেন্দ্র করে এলাকায় লুটপাট ভাংচুর ও উত্তেজনা চলে আসছিল।

এ ঘটনার জেরে সোমবার রাতে এক পক্ষের তথ্য অন্যপক্ষের নিকট আদান-প্রদান করা সন্দেহে ছাদ ব্যাপারী সমর্থিত ৩০/৪০ জন রবিউলের বাড়িতে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তার স্ত্রী বিউটিকে মারপিট করে ফ্রিজ, টিভিসহ অন্যান্য মালামাল লুটপাট করে।

এ সময় তার বড় মেয়েকে বাঁশবাগানে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করে ছাদ ব্যাপারীর বাড়িতে লুকিয়ে রাখে।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মজিবুর রহমান বলেন, রবিউলের বাড়িতে ছাদ ব্যাপারীর সমর্থিত ৩০/৪০ জন হামলা চালিয়ে তার স্ত্রীকে পিটিয়ে আহত করে লুটপাট ও ভাংচুর করে। এ সময় রবিউলের বড় মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করে এবং ছোট মেয়েকে অপহরণ করলে আমরা তাৎক্ষণিক উদ্ধার করি।

তিনি আরও বলেন, ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।

গাংনীতে স্কুল ছাত্রী রিমা খাতুনকে অপহরণের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনীতে স্কুল থেকে দশম শ্রেনীর ছাত্রী রিমা খাতুনকে অপহরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে তার পরিবার।

রবিবার সকাল ১০ টায় স্কুলে আসার পর তাকে তুলে অপহরণ করা হয়। রিমা খাতুন বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেনীর ছাত্র ও নওদামটমুড়া গ্রামের বিল্লাল হোসেনের মেয়ে।

রিমার পিতা বিল্লার হোসেন জানান, প্রতিদিনের ন্যায় রিমা স্কুলে আসে। স্কুলে আসার পর বামুন্দী হঠাৎ পাড়ার জাহেদ আলীর ছেলে ও বামুন্দী বাজারের রাজু ট্রেডার্সের কর্মচারী নাজমুল তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল ইসলাম মারফত এ ঘটনা জানতে পারি। তিনি আরো বলেন, নাজমুল ১ সন্তানে জনক সে রিমাকে বেশকিছুদিন যাবৎ উত্যাক্ত করে আসছিলো। এ বিষয়টি স্কুলে ও রাজু ট্রের্ডাসের মালিককে জানানো হলেও তারা কোন ব্যবস্থা না নেওয়ার কারনে রিমাকে অপহরণ করা হয়েছে।

রাজু ট্রের্ডাসের মালিক জানান, নাজমুলকে রিমার বিষয়ে সতর্ক করার পাশাপাশি বকাঝকা করা হয়েছে। একারনে সে গত ৪ দিন যাবৎ দোকানে আসেনি।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অফিস সহকারী সাইফুল ইসলাম জানান, স্কুল চলাকালীর সময়ে নাজমুলের সাথে মোবাইল ফোনে তার কথা হয়েছে কথাবার্তায় ধারনা করা হচ্ছে নাজমুল রিমাকে নিয়ে গেছে।

বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম জানান, রিমাকে স্কুল থেকে অপহরণ করা হয়নী। স্কুলে আসার পথে তাকে প্রেম ঘটিত বিষয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে।

গাংনী থানার ওসি মো: ওবাইদুর রহমান জানান, এ বিষয়ে খবর পাওয়ার পর পুলিশ রিমাকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। অপহরণ নাকি প্রেম ঘটিত বিষয় এটা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে রিমার পরিবার এখনও লিখিত অভিযোগ করেনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান জানান, এ ঘটনা জানার পরপরই র্যাব ও পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। এছাড়া রিমাকে উদ্ধার ও তার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।